১। নিয়মিত প্রশিক্ষণসমূহ:

(ক) সাধারণ সংগীতঃ

ছয় মাসব্যাপী নিয়মিত কোর্স সমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সাধারনত জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত একটি এবং জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বছরে মোট দুটি কোর্স করা হয়ে থাকে। এই কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে।

(খ) উপজাতীয় সংগীতঃ

ছয় মাসব্যাপী নিয়মিত কোর্স সমূহ চলে। সাধারনত জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত একটি এবং জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বছরে মোট দুটি কোর্স করা হয়ে থাকে। এই কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে।

(গ) বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণঃ

ছয় মাসব্যাপী নিয়মিত কোর্স সমূহ চলে। সাধারণত জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত একটি এবং জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বছরে মোট দুটি কোর্স করা হয়ে থাকে। এই কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে।

(ঘ) নাটকঃ

ছয় মাসব্যাপী নিয়মিত কোর্স সমূহ চলে। সাধারনত জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত একটি এবং জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বছরে মোট দুটি কোর্স করা হয়ে থাকে। এই কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে।

(ক) মাতৃভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স:-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৫টি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাতৃভাষায় অক্ষরজ্ঞান না থাকায় ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারছে না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি জেলার একশত বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ৩০০ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে চাকমা, মারমা এবং ককবরক ভাষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

(খ) মাতৃভাষায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণঃ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ৩মাস ব্যাপী মাতৃভাষায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ২০১৯খ্রিঃ হতে চালু হয়েছে। বর্তমানে এখান হতে ৬০ জন ছাত্র ছাত্রী প্রশিক্ষণ শেষ করেছে।

(গ) সরকারি কর্মসম্পাদন, , চাকরি, সুশাসন ও ই-নথি প্রশিক্ষণঃ

ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন, চাকরি, সুশাসনও ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।

(ঙ) উচ্চতর প্রশিক্ষণ(নৃত্য):-

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ শেষে যারা ভাল করে তাদের নিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। ২০১৬ খ্রিঃ হতে প্রথমে কখক নৃত্যের উপর ২১ দিন ব্যাপী উচ্চতর নৃত্য প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উমহাদেশের বিখ্যাত শাস্ত্রীয় নৃত্য ওড়িশি নৃত্যর উপর ৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হতে ৩রা মার্চ ২০২০ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২। এপিএ টিমের মাসিক সভা: এপিএ টিমের মাসিক সভার আলোচনা সভা।

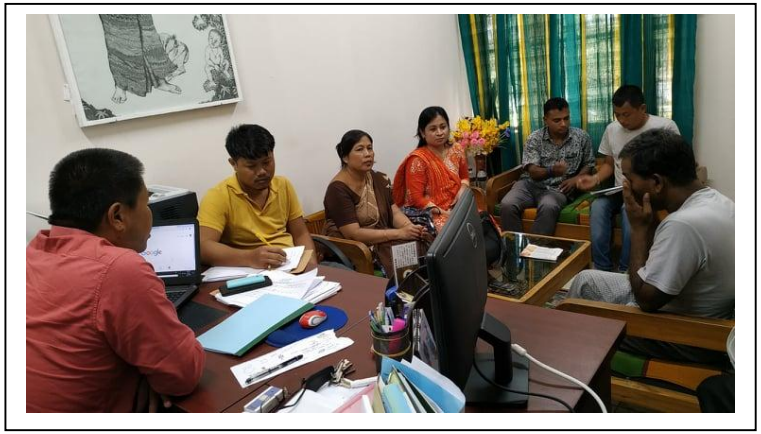

৩। সাংস্কৃতিক বিনিময়ঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠানটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ হিসেবে গত বছর রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ির গুণী ও বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর এ অর্থবছর ২০-১২-১৯ খ্রি: তারিখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটিতে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অংশ হিসেবে রাধামন-ধনপুদি গীতিনৃত্যনাট্যটি অত্র ইনস্টিটিউট পক্ষ থেকে পরিবেশিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের সমাগম ঘটে এবং শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকেরা আস্বাদন করে।

(৫) বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনঃ

খাগড়াছড়িতে অবস্থিত উদীয়মান শিশু, কিশোর ও তরুণ শিল্পীদের মাঝে আরো আগ্রহ, প্রতিযোগিতামূলক চেতনা, শৈল্পীক মনন গঠন এবং নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন-পালনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে চাকমা-মারাম-ত্রিপুরা সংগীত, চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা নৃত্য এবং তবলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগীতায় প্রায় ২৫০-৩০০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে।

(৪) জাতীয় ও বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক কার্যালয় এ পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন করা হয়।। যেমন- মহান শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবস ও মহান বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উৎযাপনসহ চিত্রাংকন, কবিতা আবৃতি, স্বস্ব মাতৃভাষায় সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

(ক) ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি বর্ষপূর্তি উদযাপনঃ

ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ির উদ্দ্যোগে এক আড়ম্বরপূর্ণ র‍্যালি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর এ র‍্যালিতে অত্র ইনস্টিটিটের ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও স্বানন্দে যোগদান করে।

(খ) মহান বিজয় দিবস উদযাপনঃ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে অত্র ইনস্টিটিউট থেকে প্রভাত ফেরীর র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযেগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই সাথে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা হয়।

(গ) শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস উদযাপনঃ

মহান শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছর অত্র ইনস্টিটিউট থেকে র‍্যালি এবং প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করা হয়। সেই সাথে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট থেকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃতি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বই মেলায়ও অংশগ্রহণ করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(ঙ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট থেকে প্রতিবছর র‍্যালি এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সেই সাথে অত্র ইনস্টিটিউটে জাতির পিতার স্মরণে চিত্রাংকন, কবিতা এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অত্র ইনস্টিটিউট থেকে অংশগ্রহণ করা হয়।

নিয়মিত ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ:-

(ক) রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন:-

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব কবি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। তবে এ বছর মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রসারিত হয়। আর এ অনলাইন ভিত্তিক অনুষ্ঠানটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি মহোদয়।

(খ) নজরুলজয়ন্তী উদযাপন:- গত বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। তবে এ বছর মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রসারিত হয়।

(গ) দ্যা ওশান ডান্স ফেস্টিভ্যাল- ২০১৯ উদযাপন:-

দ্যা ওশান ডান্স ফেস্টিভ্যাল-২০১৯ শিরোনামে গত ২২-২৫ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ০৪ দিন ব্যাপী এক আর্ন্তজাতিক ডান্স ফেস্টিভ্যাল কক্সবাজার জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ডান্স ফেস্টিভ্যালে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত নৃত্য নির্দেশক এবং নৃত্যদলের মিলন মেলা ঘটে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত নৃত্য শিক্ষার্থীদের ১২ জনের একটি দল এ আর্ন্তজাতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে এবং অনেক প্রসংশাও অর্জন করে।

(ঘ) বর্ষা উৎসব/ আলপালনি উৎসব-২০২০:-

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ির বাৎসরিক নিয়মিত প্রোগ্রামের একটি হলো- বর্ষা উৎসব। কৃষি নির্ভর এদেশে বর্ষার আগমন আমাদের সংস্কৃতির সাথে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই নৃত্য, ছন্দ, গান, কবিতা আর আলোচনার মাধ্যমে বর্ষাবরণ/আলপালনী অনুষ্ঠানটি অদ্য ২১-০৭-২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রসারণ করা হয়।

(ঙ) সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরার স্মরণে অনুষ্ঠান:-

তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের কাছে সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এক কিংবদন্তীর নাম। সমাজ সংস্কার, সংস্কৃতি, কবিতা, লেখা এবং গানে তিন পার্বত্য জেলায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি জেলার প্রথম পরিচালক ছিলেন তিনি। মহান এ গুণী শিল্পী এবং সংস্কৃতি কর্মীর স্মরণে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রসারণ করা হয়।

E:\koushal office 3\অফিস গুরুত্বপূর্ণ\অফিস সংক্রান্ত\APA(এপিএ)\APA(এপিএ)২০১৯-২০\APA(এপিএ)২০১৯-২০ অর্থবছরের সমস্ত কার্যাবলী রিপোর্ট_2.docx- 17 -

(চ) অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন:-

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রতি বছরই চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, জীবণধারা এবং ঐতিহ্য নিয়ে নিয়মিত সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় এ বছরও তিনটি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ৩-৪টি সেমিনার হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্পন্ন হওয়া সেমিনারগুলো হচ্ছে- (ক) ত্রিপুরা সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক সেমিনার, (খ) চাকমা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সেমিনার এবং (গ) মহান মুক্তিযুদ্ধে খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অবদান শীর্ষক সেমিনার। করোনা পরিস্থিতির কারণে সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে এ সেমিনারগুলো সম্পন্ন হয়।

৫। গুণীজন সংবর্ধনা:-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে গুণীজন হিসেবে চাকমা সংস্কৃতি এবং সমাজে বিশেষ অবদানের জন্য ০৩ জনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। আর এ বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরে গুণীজন হিসেবে মারমা সংস্কৃতি এবং সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য মারমা সম্প্রদায়ের ০৩ জনকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

সাক্ষাৎকারের লিংকসমূহ- ১. shorturl.at/fjuMN , ২. shorturl.at/lxzX0 , ৩. shorturl.at/lvARX

৬। অডিও/ভিডিও সিডি প্রকাশনা:-

খাগড়াছড়ি জেলার চাকমা সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জোসেফ চাকমা বাপ্পী এবং মেকি চাকমার দ্বৈত পরিবেশনায় এ বছর অডিও ও ভিডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। এ অ্যালবামে দেশাত্ববোধ, জুম নির্ভর, রোমান্টিক এবং ভাবমূলক বিষয়বস্তুগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

অডিও অ্যালবামের গানের লিংকসমূহ- ১. shorturl.at/vOU47 , ২. shorturl.at/mAIQ6, ৩. shorturl.at/nvAJN , ৪. shorturl.at/deCDZ , ৫. shorturl.at/doszV

৭। মুদ্রণ ও বাধাঁই-

খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রতিবছরের মতন এবছরও ০২টি বই ও ০১টি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে- চাকমা নৃগোষ্ঠীদের আত্ম-সামাজিক বিষয়াবলী, রীতি-নীতি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি এবং চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষা নিয়ে মাতৃভাষা ম্যাগাজিন।

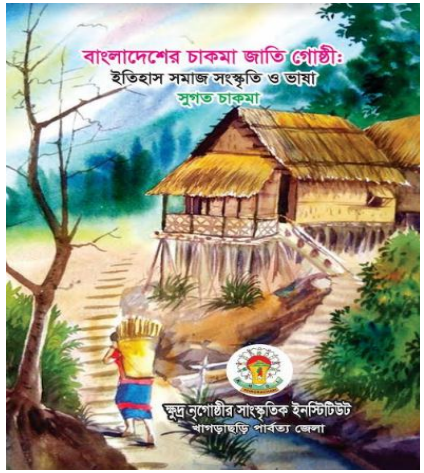

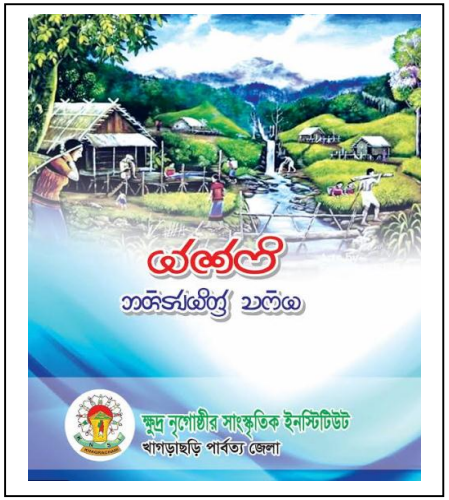

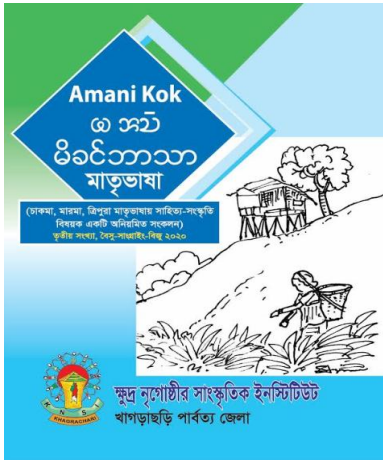

` ৮। অফিসের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত-

অফিসের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর অফিস প্রঙ্গণে বিভিন্ন জাতের মৌসুমী ফুলের বাগান সৃজন করা হয় এবং অফিস ভবনের দেওয়ালে শৈল্পিকমননের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবন-যাত্রার উপর ফ্রেমে বাধাঁইকরা কয়েকটি স্থিরচিত্র এবং স্কেচচিত্রও রয়েছে। যা অফিসের বিভিন্ন দেওয়ালে টাঙানো আছে। এছাড়া জননিরাপত্তা এবং অফিসের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি সিসি ক্যামারা অফিসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে।

৯. মঞ্চ এবং অডিটোরিয়াম:-

অত্র ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিচালনার জন্য একটি বিশাল সুদৃশ্য মঞ্চ রয়েছে। এছাড়া ২৫০-৩০০ জনেরও একটি বিশাল দর্শক গ্যালারি রয়েছে।

১০। লাইব্রেরী:-

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী, চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা ভাষার অভিধান, লোকগল্প, উপন্যাস, প্রতিবেদন, সংকলন ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর প্রায় ৩১টি নিজস্ব প্রকাশনার বই লাইব্রেরীতে রয়েছে। এছাড়া সাধারণ পাঠকদের জন্য গল্প, উপন্যাস, জীবনীধর্মী, দার্শনিক, সমালোচনামূলক, গবেষণাধর্মী ও নাটকসহ বিভিন্ন ধরণের দেশের এবং বিদেশের বরেণ্য ও খ্যাতিনামা লেখকদের প্রায় ৫০০ এর অধিক বই সংগ্রহ করা হয়েছে।

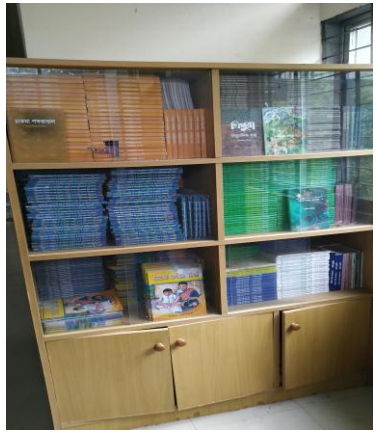

১১. নতুন অফিস ভবন নির্মাণ:-

এছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো ০৬ তলা বিশিষ্ট একটি নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে। যা শিল্পী, লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী তথা খাগড়াছড়িবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এতে অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষণ রুম, সেমিনার রুম, প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমেন্টরি, ভিআইপি রুম, কিচেনের ব্যবস্থা, রেকর্ডিং রুম, ফটোগ্যালারি এবং লাইব্রেরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

১২। ওয়েব সাইট, ইউটিউব চ্যানেল ও ফেইসবুক পেজ চালু-

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি উদ্যোগে https://knsikhagrachari.portal.gov.bd/ নামে একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করা হয়।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি উদ্যোগে https://www.youtube.com/channel/UCLqct১apd৬aM৪nXma১qgGNw নামে একটি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল চালু করা হয়।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি উদ্যোগে https://www.facebook.com/knsikhagrachari/ নামে একটি নিজস্ব ফেইসবুক পেজ চালু করা হয়।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

- নৃত্য, সংগীত, তবলা ও নাটক (নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স) প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।
- নৃত্য, সংগীত, তবলা ও নাটক (বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স) প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।

- চাকমা,মারমা ও ত্রিপুরাদের আত্মসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক বই মুদ্রণ করা।
- চাকমা মারমা ও ককবরক ভাষার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সম্পর্কিত সেমিনারের আয়োজন করা।
- খাগড়াছড়ি জেলাধীন উদীয়মান শিল্পীদের নিয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা আয়োজন করা এবং নির্বাচিত শিল্পীদের পুরস্কৃত করা।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসু, সাংগ্রাই ,বিজু (বৈসাবি) উৎসব আয়োজন করা।
- খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর আবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রেকর্ডিং ভবন কাম ডরমেন্টরী নির্মান কাজ বাস্তবায়ন করা ।

উপসংহার

জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। সেই লক্ষে সামনে রেখেই সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(জিতেন চাকমা)
উপপরিচালক (ভা:)
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
মোবাইল: ০১৭১৩৬৭৪২৬৭
email: knsikhagrachari@gmail.com